BRAC UNIVERSITY

শিক্ষার ভুবনে আলো ছড়াতে নতুন ধারার পত্রিকা

শিক্ষাধারা

ডিসেম্বর-জানুয়ারি ২০১১

Paper Clipping

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি বিশ্বের একটি মান সম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে

প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম সামদানী ফকির
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

BRAC UNIVERSITY

Paper Clipping

সাক্ষাৎকার

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের একটি মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিনত হবে

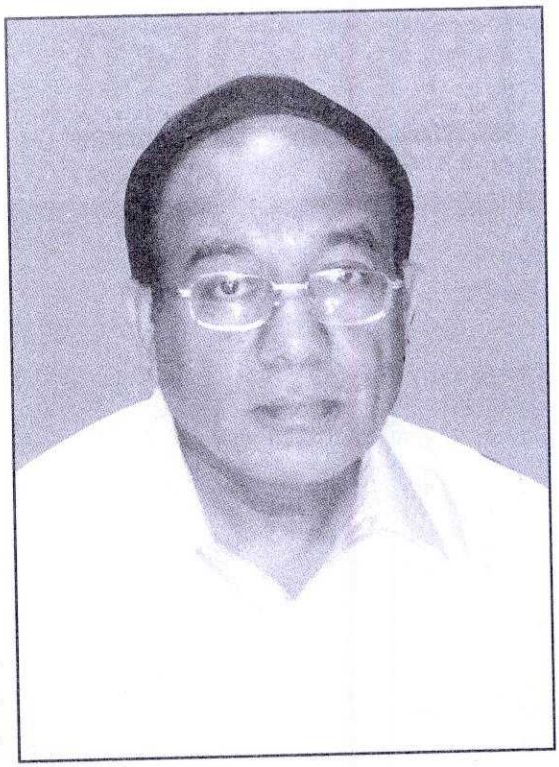

প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম সামদানী ফকির
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

দেশ বিদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্বদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দেশের শিক্ষা নিয়ে তাদের চিন্তা চেতনা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য "শিক্ষাধারা" পত্রিকা নিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে কিছুটা হলেও সহযোগিতা করা। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা এমনই এক ব্যক্তিত্বের সাথে মিলিত হয়েছিলাম যিনি শিক্ষাজগতে খুবই সুপরিচিত এবং নন্দিত। তিনি হচ্ছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম সামদানী ফকির। এই গুণীজনের সাথে আলাপচারিতার অংশ বিশেষ পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

শিক্ষাধারা: বর্তমানে কেমন চলছে আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়? প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে বলবেন কি?

প্রফেসর মোঃ গোলাম সামদানি ফকির : আমি মনে করি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সামগ্রিকভাবে অনেক ভাল করছে। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০১ সালে। আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, মাত্র ১০ বছরের মধ্যে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি দেশের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল মাত্র ৪টি বিভাগ নিয়ে। বর্তমানে আমাদের বিভাগের সংখ্যা ৭টি। এগুলো হলো আর্কিটেকচার, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থনীতি এবং সমাজ বিজ্ঞান, ইলেকট্রিক এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ইংরেজী এবং মানবিক, গণিত এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, মাক্রোবায়োলোজি, কম্পিউটার সায়েন্স অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড কম্পিউটার স্টাডিজ এবং ফার্মেসী। রয়েছে তিনটি স্কুল। এগুলো হলো

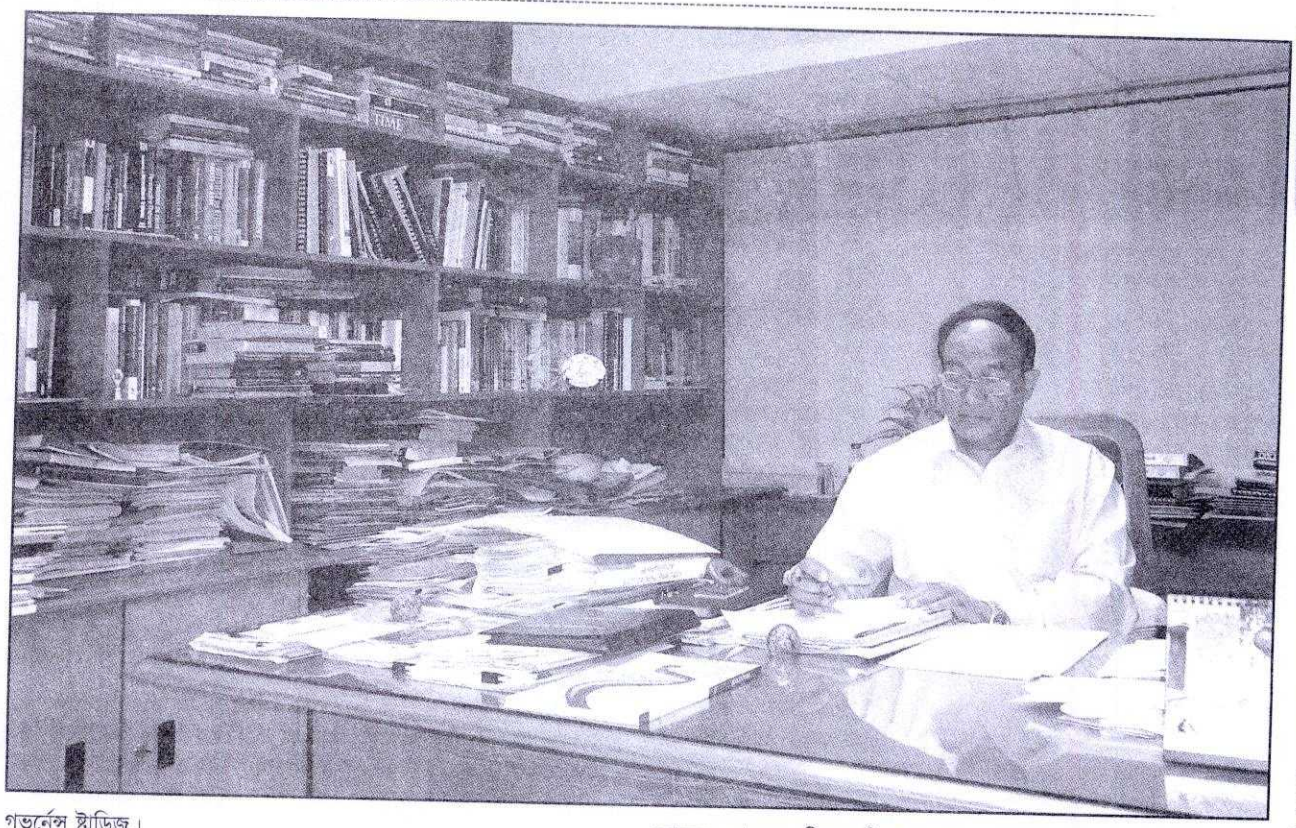

গভর্নেন্স ষ্টাডিজ।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগ ও কোর্সে ৪ হাজরের অধিক ছাত্র-ছাত্রী অধ্যায়ন করছে । শিক্ষক (পূর্ণকালীন ও খন্ডকালীন) রয়েছেন প্রায় ৩৫০ জন। কেমন চলছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়? এমন প্রশ্নের জবাবে আমি বলব- আমরা প্রথম থেকেই শিক্ষা প্রদানের গুণগত মানের দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আসছি। তবে আমি মনে করি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু একাডেমিক দিক দিয়ে ভাল করলেই চলবে না অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাদের ভাল করা উচিত। সেক্ষেত্রে পড়াশুনার পাশাপাশি এক্সট্রা কারিকুলামকে বিশেষভাবে গুরুত্বদেয়া হয়। এ কারণে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য রয়েছে ৩১ টি ক্লাব ও ফোরাম। এর মধ্যে ডিবেট, আর্ট, বিজনেস, কম্পিউটার, ক্রিকেট, কালচারাল, ড্রামা এন্ড থিয়েটার ক্লাব, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ফোরাম, পরিবেশ সচেতন ফোরাম, ফিল্ম, ফুটবল, ইনডোর গেমস, ফটোগ্রাফি, রোটারেক্ট ক্লাব উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কমপক্ষে একটি ক্লাব বা ফোরামের সদস্য হওয়া বাধ্যতামুলক। তবে তারা একাধিক ক্লাবের সদস্যও হতে পারবে। এসব ক্লাবের মাধ্যমে একে অপরের মধ্যে সম্পর্ক ও নেতৃত্বের দক্ষতা গড়ে উঠে। আমাদের যারা শিক্ষকমন্ডলী আছেন তারা যেকোন একটা ক্লাবের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। স্টুডেন্টদের ভেতর থেকে সভাপতি ও সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়ে থাকে। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে ক্লাবগুলো সারা বছরই তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। ৩টা সেমিস্টার- স্প্রিং, ফল ও সামার- এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ সময় প্রত্যেকটা ক্লাব তাদের কর্মকান্ডকে তুলে ধরার জন্য মেলার আয়োজন করে থাকে। এটি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ঠ্য।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ের কর্মকান্ডকে শিখনের উপকরণ হিসেবে ব্যাবহার করে থাকে। এখান থেকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন ধারণা বা জ্ঞান সৃষ্টি করছে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ত্বাত্তিক লেখাপড়ার পাশাপাশি হাতে-কলমে শিক্ষা প্রদান ও গ্রহনের ব্যাপক সুযোগ পাচ্ছে। আর এসবই সম্ভব হচ্ছে ব্র্যাকের কারণে। ব্র্যাক থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ কোন বিষয়ে আমরা যখন শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে পড়াই তখন ব্র্যাকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকেও আমরা আমন্ত্রণ করি যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারে । ব্র্যাক ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে আমরা প্রতিবছর ২টা বড় কর্মশালার (সিনার্জি ওয়ার্কশপ) আয়োজন করে থাকি। সেখানে ব্র্যাকের সিনিয়র কর্মকর্তা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ উপস্থিত থাকেন। ফলে তারা সহজেই ব্র্যাক ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকার সম্পর্কটা বুঝতে পারেন এবং এ বিষয়ে কোন পরামর্শ থাকলে তা তারা সেখানে পেশকরেন। ফলে ব্র্যাক ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকার সম্পর্কটা আরো কার্যকরী ও সুদৃঢ় হয়।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি স্বাতন্ত্র হচ্ছে– এর আবাসিক ক্যাম্পাস। যেসকল ছাত্র-ছাত্রীকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়, ভর্তির সময়ই তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তাদেরকে একটা সেমিস্টার গ্রামীণ পরিবেশে আবাসিক ক্যাম্পাসে অতিবাহিত করতে হবে। রাজধানীর অদূরে সাভারে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা নিজস্ব ক্যাম্পাস আছে। ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ১টি সেমিস্টার ও ৩টি কোর্স সেখানে গিয়ে সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক। কোর্স তিনটির একটি হলো হলো- বাংলাদেশ স্টাডিজ যার মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশাত্ববোধের চেতনা সৃষ্টি করার প্রয়াস নিয়ে থাকে।

আরেকটি বিষয় হলো 'এথিক্স এন্ড কালচার'। এ কোর্সটির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক মুল্যবোধ চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নৈতিক মুল্যবোধ সম্পন্ন আধুনিক, দেশপ্রেমিক ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্যই আমাদের এসকল আয়োজন। এছাড়াও সেখানে ৩ মাসের একটি ইংলিশ কোর্সের ব্যবস্থা থাকে। শিক্ষার্থীদের মান ও লেভেল অনুযায়ী তাদেরকে বিভিন্ন কোসের অধিনে রেখে ইংরেজিতে পারদর্শী করার চেষ্টা করা হয়।

শিক্ষাধারা: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে কি ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন?

প্রফেসর মোঃ গোলাম সামদানী ফকির : দেশে বর্তমানে ৩১টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫১টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। তন্মধ্যে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লক্ষের কাছাকাছি এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ২ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে। আমরা কি ভাবতে পারি বেসরকারী

BRAC UNIVERSITY

আমরা একটু তাকালে দেখতে পাই এখনও যেসমস্ত শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে চলে যায়। তারা শিক্ষা শেষে ঐ দেশে চাকুরি নিয়ে সেখানেই থেকে যায়, তারা আর দেশে ফিরে আসে না বা ফিরতে চায় না। তাছাড়া যদি কেউ দেশে এসে তারা দেশের সংস্কৃতির সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে আবার দেশের বাইরে চলে যায়। তাই আমরা যদি শিক্ষার্থীদের দেশীয় সংস্কৃতিতে তৈরি করে দেশের মধ্যেই উচ্চশিক্ষা দিতে পারি তাহলে একদিকে দেশের অর্থ যেমন দেশে থাকবে, পাশাপাশি দেশের মেধা পাচারসহ মমত্ববোধ বজায় থাকবে। এক কথায় দেশ উন্নয়নেও তারা রাখতে পারবে ব্যাপক ভূমিকা।

শিক্ষাধারা : আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা চাকুরীর বাজারে কেমন করছে বা করবে বলে আপনি আশা করছেন?

প্রফেসর মোঃ গোলাম সামদানী ফকির : ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি স্বাতন্ত্র হলো এর ক্যারিয়ার সার্ভিস অফিস। এ ক্যারিয়ার সার্ভিস অফিসের মাধ্যমে আমরা আমাদের গ্রাজুয়েটদের চাকুরী পাবার ব্যাপারে অনেক সহযোগিতা করে থাকি। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা গ্রাজুয়েশন বা পোস্ট গ্রাজুয়েশন করে বের হচ্ছেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থাকরে দেয়া হয় এই ক্যারিয়ার সার্ভিস অফিসের মাধ্যমে। এছাড়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষকরে শিক্ষার্থীরা কে কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করছে তার একটা ডাটা আমরা আমাদের ক্যারিয়ার সার্ভিস অফিসের মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকি। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে চাকুরীর ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ও দক্ষকরে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ক্যারিয়ার সার্ভিস অফিস বিভিন্নি সময়ে প্রফেশনালদের সহযোগিতায় কর্মশালা, সেমিনার ও 'মক ইন্টারভিউ'- এর আয়োজন করে থাকে। আমাদের শিক্ষার্থীরা কে কোথায় যাচ্ছে বা কি করছে তা নিয়ে প্রতিবছরই একটি প্রতিবেদন তৈরি করছে এ অফিস। এ ক্ষেত্রে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসকল শিক্ষার্থী বের হয়েছে আমার জানা মতে তারা কেউই বেকার নেই। আমাদের শিক্ষার্থীরা দেশে-বিদেশের ভাল ভাল প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে।

শিক্ষাধারা: অনেকেই বলছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি অধিক হওয়াতে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি।

প্রফেসর মোঃ গোলাম সামদানী ফকির: একটা বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত যে- ফি ছাড়া বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারবে না। কারণ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ বহন করতে হলে ফি প্রয়োজন হয়। ফি ছাড়া একটি প্রতিষ্ঠান চলা সম্ভব নয়। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় গরীব এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে বৃত্তির ব্যবস্থা করে থাকে। এসব বৃত্তির মধ্যে রয়েছে - BRAC Ford, Merit, Need, Siblings performance based scholarship. আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ছাত্র/ছাত্রীদের মোট ২০,৫৭,৭৬,৪১০.০০ টাকা স্কলারশীপ প্রদান করেছেন। এবং শুধুমাত্র ২০১০ সালে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৪১৯ জন ছাত্র/ছাত্রীকে এক বছরে মোট ৩,৫৩,৮৭,৪৪১.০০ টাকা স্কলারশীপ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ২০ জন ছাত্র/ছাত্রী আছেন যারা BRAC Ford Scholarship প্রাপ্ত। উক্ত ছাত্র/ছাত্রীরা কোন ধরনের ফি প্রদান করতে হয় না। বরং তাদেরকে ঢাকায় থাকা-খাওয়া, যাওয়া-আসা ও বই কেনার জন্য প্রতি মাসে ৫০০০.০০ টাকা করে লিভিং এলাউন্স হিসাবে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট হতে প্রাপ্ত টিউশন ফি'র প্রাপ্ত অর্থেও প্রায়ই ১০% স্কলারশীপ হিসাবে শিক্ষার্থীদের প্রদান করা হয়। এদিকে আমাদের শিক্ষকরাও তাদের বেতনের ১% সহায়তা ফান্ড হিসাবে শিক্ষার্থীদের জন্য জমা রাখেন। এ সহায়তা ফান্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

শিক্ষাধারা: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মান নিয়ন্ত্রণ ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে ইউজিসি'র নিকট আপনার কোন সুপারিশ আছে কি?

প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম সামদানী ফকির : আমাদের দেশের ৫১টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে এক্রিডেটেশন কাউন্সিল থাকা অত্যাবশ্যক। এক্রিডিটেশন কাউন্সিল যদি নিয়মিত এবং সুনির্দিষ্টভাবে এসকল বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর উপর নজর রাখে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ত্বরান্বিত হবে।

শিক্ষাধারা : এক্রিডিটেশন কাউন্সিল কাদের দ্বারা হতে পারে?

প্রফেসর মোঃ গোলাম সামদানী ফকির : আমি মনে করি উদ্যোগটা ইউজিসির নেয়া উচিত। ইউজিসিকে সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সহায়তা

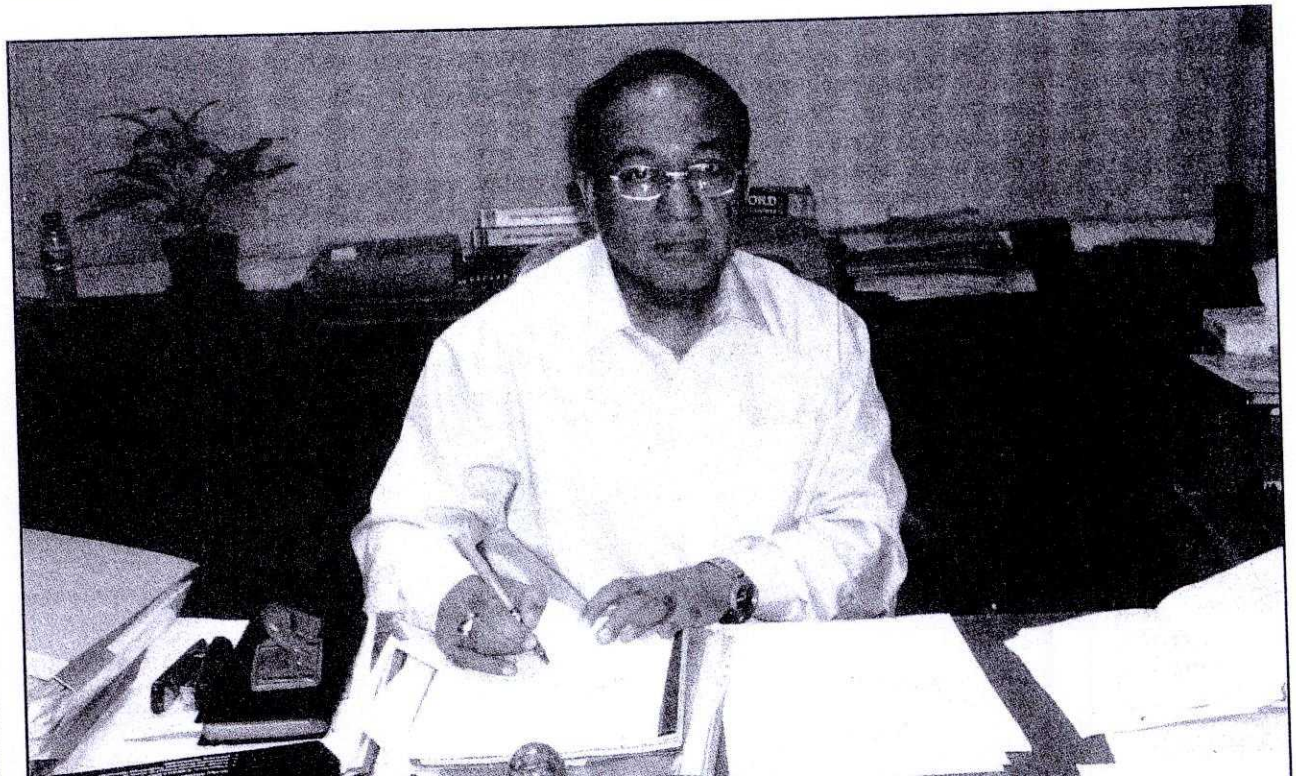

করবে। প্রাইমারি ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, শিক্ষকতা করতে গেলে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নিতে হয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে এ ধরণের কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। শুধু অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ পায়। একজন শিক্ষার্থী ভাল ফলাফল করলেই যে ভাল পড়াতে পারবে তা কিন্তু ঠিক নয়। একজন শিক্ষককে মানসম্মত শিক্ষা দিতে হলে ভাল ফলাফলের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ বিষয়ে কোর্স করা জরুরী বলে আমি মনে করি। সেজন্য দেশে মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক তৈরির জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য Teaching and Learning (TLC)- এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাই আমি আবারো বলবো- বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রীক উন্নয়ণ ও উচ্চ শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

শিক্ষাধারা : অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্নতা কি?

প্রফেসর মোঃ গোলাম সামদানী ফকির: অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়র সাথে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্নতা রয়েছে। শিক্ষার্থীদেরকে আমরা ভাষাগত শিক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। তাছাড়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদেরকে ভর্তি করা হয় তাদের মধ্যে যদি দেখা যায় অন্য বিষয়ে ভাল হলেও ইংরেজীতে একটু দুর্বল। তাহলে তাদেরকে প্রি-ইউনিভার্সিটি ইংরেজি কোর্স করার জন্য আমরা আহ্বান জানাই। এই কোর্স না করলে তাদেরকে আমরা ভর্তি করি না। কারণ ভালভাবে ইংরেজি না জানলে পড়াশোনা শেষ করা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাড়াবে। তাই যারা ইংরেজী কোর্সে উত্তীর্ণ হয় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ভর্তি নিশ্চিত হয়।

শিক্ষার্থীদের ইংরেজী লেখায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে Writing Centre- এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের এ্যাসাইনমেন্ট, প্রেজেন্টেশন সহ প্রযোজনীয় বিষয় লেখা শিখতে পারে। এছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে একটি কাউন্সেলিং অফিস। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার বিষয় ছাড়াও মনস্তাত্বিক বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশ দেয়া হয়। পুথিগত জ্ঞান চর্চার পাশা-পাশি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা ও প্রকাশনার উপর বিশেষ জোড় দিয়ে থাকে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাদের স্বস্ব ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রকাশনা চালিয়ে যান। প্রতিবছর এ সকল গবেষণা ও প্রকাশনার সমন্বয়ে একটি জার্নাল প্রকাশ করা হয়।

শিক্ষাধারা: বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানতে চাচ্ছি?

প্রফেসর মোঃ গোলাম সামদানী ফকির: আমরা আশা করি আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে মধ্যে ভালো নেতৃত্ব তৈরি করে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখুক। পাশাপাশি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় শুধু দেশে নয় বিশ্বের মধ্যে উন্নতমানের শিক্ষা প্রদানের জন্য ভাল অবস্থান অর্জন করুক। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা শিক্ষার্থীদের কেবল একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেই না। আমরা শিক্ষার্থীদের সকল বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কোন শিক্ষার্থী অর্থনীতি পড়ছে তবে তাকেও বিজ্ঞানের বিষয় পড়তে হয়। আমরা মনে করি তাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার জন্য সকল বিষয়ে জ্ঞান নিতে হবে। তাই আমাদের কোর্সগুলোকে সেভাবেই সাজানো হয়েছে।

শিক্ষাধারা : বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আপনার মূল্যবান পরামর্শ কি?

প্রফেসর মোঃ গোলাম সামদানী ফকির : আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এসএসসি ও এইচএসসিতে শিক্ষার্থীদের মুখস্ত বিদ্যার দিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হয়। এ মুখস্ত বিদ্যা বাস্তব কাজে ব্যবহার হয় না। তাই তাদের মুখস্ত বিদ্যা থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মুখস্ত বিদ্যা থেকে বেড়িয়ে

প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম সামদানী ফকির-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বিশ্বের সর্ববৃহৎ বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন (এন. জি. ও) ব্র্যাক এর ট্রেনিং ডিভিশন এর সাবেক পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম সামদানী ফকির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) ও পরে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকনোমিক্সে রোমানিয়ার "একাদেমিয়া দে স্টাডি ইকনোমিক্স" থেকে কৃতিত্বের সাথে পি এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন ইউনির্ভাসিটি থেকে স্বল্পকালীন কোর্স সম্পন্ন করেন।

তিনি ১৯৮৪ সালে ব্র্যাক এর "রিসার্চ এন্ড ইভালুয়েশন ডিভিশন" –এ সিনিয়র রিসার্চ ইকোনোমিস্ট হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ব্র্যাক প্রশিক্ষণ বিভাগ এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি ২০০৬ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকার এস আই টি গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট-এ 'ভিজিটিং প্রফেসর' হিসেবে কাজ করেন। ২০০৯ সালে তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য হিসেবে যোগদান করে অদ্যবধি এ পদেই কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স ইন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ প্রোগ্রাম, মাস্টার্স ইন গভর্নেন্স স্টাডিজ প্রোগ্রাম এবং মাস্টার্স ইন পাবলিক হেল্‌থ প্রোগ্রাম-এ অধ্যাপনা করেন।

মানব সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ Rapport Bangladesh তাঁকে "Bangladesh 2004 Award for Excellence in Human Resource Development" পদক প্রদান করে।

ড. মোঃ গোলাম সামদানী ফকির এর সাফল্যমন্ডিত ক্যারিয়ারের একটি গৌরবোজ্জল অধ্যায় হলো- তাঁর আফগানিস্তানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকান্ড। তিনি আফগানিস্তান সরকারের ত্রাণ,পুনর্বাসন ও উন্নয়ন মন্ত্রনালয়ের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদী একটি স্ট্র্যাটেজিক প্লান প্রস্তুত করেন।

ড. মোঃ গোলাম সামদানী ফকির ১৯৫২ সালে ব্রাহ্মনবাড়ীয়া জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে